মেহেরপুরে ট্রাকের ধাক্কায় দুমড়েমুচড়ে গেল ইজিবাইক, শিশু- নারীসহ আহত ৪

মেহেরপুরে বেপরোয়া গতির একটি ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে যাত্রীবাহী একটি ইজিবাইক দুমড়েমুচড়ে গেছে। ভয়াবহ এ দুর্ঘটনায় এক শিশু ও নারীসহ চারজন গুরুতর আহত হয়েছেন। আহতদের উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

তাদের মধ্যে ইজিবাইক চালকের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।

শনিবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে মেহেরপুর-ফতেপুর সড়কের কায়েমকাটা মোড়ের অদূরে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

আহতরা হলেন, মেহেরপুর শহরের বেড়পাড়া এলাকার জলিল শেখের ছেলে ইজিবাইক চালক রফিকুল ইসলাম এবং সদর উপজেলার শোলমারি গ্রামের জহিরুল ইসলামের স্ত্রী জাহিদা খাতুন। এছাড়া আহত অপর এক নারী ও এক শিশুর নাম-পরিচয় তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি। জাহিদা খাতুনসহ অন্যরা মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সকালে যাত্রী নিয়ে ইজিবাইকটি উজলপুরের দিক থেকে মেহেরপুর শহরের দিকে আসছিল। পথে কায়েমকাটা মোড়ের অদূরে পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা উজলপুরগামী একটি বেপরোয়া গতির খালি ট্রাক (ঢাকা মেট্রো-ট ২২-১৭১৩) ইজিবাইকটিকে সামনে থেকে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে ইজিবাইকটি মুহূর্তেই দুমড়েমুচড়ে রাস্তার পাশে ছিটকে পড়ে এবং ভেতরে থাকা যাত্রীরা গুরুতর আহত হন।

দুর্ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দা ও পথচারীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে এসে আহতদের উদ্ধার করেন। পরে ফায়ার সার্ভিসের সহায়তায় তাদের মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়।

এদিকে দুর্ঘটনার পর ট্রাকচালক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। তবে সংঘর্ষে ট্রাকটির জ্বালানি তেলের ট্যাংক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় তেল সংকট দেখা দেয়। পরে চালক উজলপুর কুঠিপাড়া

বাজার এলাকায় ট্রাকটি ফেলে রেখে পালিয়ে যায়।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ুন কবির বলেন, “দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে এবং আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ঘাতক ট্রাকটি উজলপুর বাজার এলাকায় ফেলে রেখে চালক পালিয়ে গেছে।

চালক ও ট্রাকের মালিককে শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনতে কাজ চলছে। তেলের ট্যাংক লিকেজ হওয়ায় ট্রাকটি তাৎক্ষণিকভাবে সরানো সম্ভব হয়নি। তবে সেটি থানা হেফাজতে নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।”

ঝিনাইদহে নারীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার নয়াহাটি গ্রামে লক্ষ্মী রানী (৫২) নামে এক মহিলার ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ । শুক্রবার (৫ জুন) সকালে সদর উপজেলার সুরাট ইউনিয়নের নয়াহাটি শ্মশান ঘাটে একটি আম গাছে ঝুলে থাকা মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আজ ভোর বেলায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে নয়াহাটি শ্মশান ঘাট নদীর ধারে একটি আম গাছে গলায় রশি দিয়ে ঝুলন্ত মরদেহ দেখতে পায় এলাকাবাসী। পরে থানা পুলিশকে খবর দেওয়া হলে পুলিশ এসে মরদেহটি উদ্ধার করে।

ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আসাদুজ্জামান জানান, পুলিশ খবর পেয়ে মরদেহটি উদ্ধার করে সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠায়। তিনি আরও বলেন, ময়না তদন্তের পর বলা যাবে এটি হত্যা নাকি আত্মহত্যা।

ঝিনাইদহে নারী ও কন্যা শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে অ্যাডভোকেসি ডায়লগ

ঝিনাইদহে নারী ও কন্যা শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারিত্ব (পিপিপি) জোরদার করণে অ্যাডভোকেসি ডায়লগ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার (৩ জুন) সকালে ঝিনাইদহ ব্র্যাকের আঞ্চলিক কার্যালয়ে ব্র্যাক জেন্ডার জাস্টিস অ্যান্ড ডাইভারসিটি কর্মসুচির আওতায় এই ডায়লগের আয়োজন করা হয়।

এডভোকেসি ডায়লগে নারী ও কন্যা শিশুর প্রতি সহিংসতা বন্ধে স্থানীয় পর্যায়ে রেফারেল ম্যাকানিজম ও সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগের সমন্বয়ের মাধ্যমে নারীর প্রতি সহিংসতা রোধ করার উপর আলোচকগণ আলোচনা করেন এবং প্রত্যেকেই তাদের অবস্থান থেকে করণীয় সম্পর্কে মতামত দেন। অ্যাডভোকেসি ডায়লগে সভাপতিত্ব করেন ব্র্যাক ডিস্ট্রিক্ট কো-অর্ডিনেটর শিপ্রা বিশ্বাস।

উক্ত অ্যাডভোকেসি ডায়লগে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ আদালতের সিনিয়র সিভিল জজ জেলা লিগাল এইড অবন্তিকা রায়।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক বিলকিস আফরোজ, উপজেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মুন্সী ফিরোজা সুলতানা, সমাজসেবা অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মমিনুর রহমান।

এছাড়া সমমনা ৩ টি স্থানীয় এনজিওর নির্বাহী পরিচালকগণ, সাংবাদিক সাজ্জাদ আহমেদসহ আঞ্চলিক কার্যালয়ের বিভিন্ন প্রোগামের প্রতিনিধিগণ এবং নারী ও কন্যা শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে তৃণমূল পর্যায়ে কাজ করে যাওয়া ব্র্যাকের কমিউনিটি হেলথ ওয়ার্কার, কাস্টমার সার্ভিস অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং সাব-সেন্টার ইনচার্জগণ।

এ অনুষ্টানের প্রতিবেদন উপস্থাপন ও পরিচালনা করেন জেন্ডার জাস্টিস অ্যান্ড ডাইভারসিটি কর্মসূচির রিজিওনাল ম্যানেজার মোহাম্মদ নাহিদুজ্জামান।

দর্শনায় পুলিশের অভিযানে ২ নারীসহ গ্রেপ্তার ৫

দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে দুই নারীসহ পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল রোববার ভোরে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন দর্শনা পৌরসভার ইসলামবাজার এলাকার মজিবর রহমানের মেয়ে মাসুরা বেগম (৪৬), আনোয়ারপুর এলাকার আবুল কালামের স্ত্রী আমেনা খাতুন (৫০), চাকুলিয়া গ্রামের নুর আলমের ছেলে সাইদুর রহমান (২৭), দোস্ত গ্রামের মৃত এলাম মণ্ডলের ছেলে মিজানুর রহমান (৪১) এবং আকুন্দবাড়িয়া ফার্মপাড়া গ্রামের হাফিজুর রহমানের ছেলে মাহফুজুর রহমান সুইট (৩২)।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, চুয়াডাঙ্গার পুলিশ সুপার রুহুল কবির খানের নির্দেশে দর্শনা থানার ওসি (তদন্ত) হিমেল রানার নেতৃত্বে পুলিশের একাধিক টিম পৃথক স্থানে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করে।

দর্শনা থানার ওসি (তদন্ত) হিমেল রানা জানান, গ্রেপ্তারকৃতদের বিরুদ্ধে থানায় একাধিক মামলা রয়েছে। তারা দীর্ঘদিন পলাতক ছিলেন। পরে তাদের আদালতে পাঠানো হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গায় ৪ কেজি রুপাসহ নারী চোরাকারবারি আটক

চুয়াডাঙ্গায় ৬ বিজিবি চোরাচালানবিরোধী অভিযান চালিয়ে ৪ কেজি ১০০ গ্রাম রুপাসহ দর্শনার এক নারী চোরাকারবারিকে আটক করেছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুর ২টার দিকে চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবি) এর অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. নাজমুল হাসানের নেতৃত্বে চুয়াডাঙ্গা রেলস্টেশন সংলগ্ন নান্টু রাজ সিনেমা হলের সামনে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

এ সময় ৬ বিজিবির ভারপ্রাপ্ত কোয়ার্টার মাস্টার সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ রাজ মাহমুদ বিশেষ টহলদল নিয়ে চুয়াডাঙ্গা রেলস্টেশনে অবস্থান নেন। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তারা জানতে পারেন, ঢাকা থেকে ট্রেনযোগে এক নারী চোরাকারবারি রুপার গহনা নিয়ে চুয়াডাঙ্গায় আসছেন।

ট্রেন পৌঁছানোর পর সন্দেহভাজন নারী রিজিয়া (৬০) নান্টু রাজ সিনেমা হলের সামনে পৌঁছালে বিজিবি সদস্যরা তার দেহ তল্লাশি করে ছোট-বড় ১৮ পিস রুপার গহনা উদ্ধার করেন। উদ্ধারকৃত রুপার আনুমানিক ওজন ৪ কেজি ১০০ গ্রাম।

আটককৃত রুপার বাজারমূল্য প্রায় ২০ লাখ টাকা বলে জানিয়েছে বিজিবি।

আটক রিজিয়া দর্শনা পৌরসভার হল্টচাঁদপুর গ্রামের মৃত শাহজাহানের স্ত্রী।

এ বিষয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় প্রয়োজনীয় আইনগত কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

গাংনীতে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে টিন মিস্ত্রির মৃত্যু, আহত নারী

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সাহারবাটি গ্রামে দোকানঘরে টিনের ছাউনি দিতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে এনামুল হক নামে এক টিন মিস্ত্রির মৃত্যু হয়েছে।

নিহত এনামুল হক ওই গ্রামের মৃত নজের আলীর ছেলে। এদিকে, এনামুল হককে বাঁচাতে গিয়ে মনোয়ারা খাতুন নামের এক নারী গুরুতর আহত হয়েছেন। আহত মনোয়ারা বর্তমানে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য

কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

রবিবার (৩ মে) সকাল সাড়ে ৯টার দিকে সাহারবাটি ক্লাবপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানান, দিনমজুর এনামুল হক ক্লাবপাড়া এলাকায় মিঠুর দোকানে টিনের কাজ করছিলেন। এ সময় টিনের উপর দিয়ে যাওয়া বৈদ্যুতিক তারে স্পর্শ লাগলে তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে নিচে পড়ে যান। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উত্তম কুমার ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, নিহতের বাড়িতে পুলিশ পাঠানো হয়েছে এবং প্রাথমিকভাবে সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে।

ঝিনাইদহে ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে এক নারী নিহত

ঝিনাইদহে ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে শাম্মী আক্তার (৪২) নামের মোটরসাইকেল আরোহী এক নারী নিহত হয়েছে।

আজ শুক্রবার দুপুরে শহরের আরাপপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত শাম্মী আক্তার কুষ্টিয়া জেলা শহরের মিনাপাড়া এলাকার মিজানুর রহমানের স্ত্রী।

স্থানীয়রা জানায়, দুপুরে কুষ্টিয়া থেকে স্বামীর সাথে মোটরসাইকেলে ঝিনাইদহ শহরে যাচ্ছিলো শাম্মী আক্তার। পথে আরাপপুর-চুয়াডাঙ্গা স্ট্যান্ড শহরের মশিউর রহমান বালিকা বিদ্যালয়ের সামনে পৌঁছালে ভাঙ্গা সড়কের কারণে ওই নারী মোটরসাইকেল থেকে নিচে পড়ে যায়। সেসময় পেছন দিক থেকে আসা একটি ট্রাক তাকে চাপা দিয়ে পালিয়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই মারা যায় শাম্মী আক্তার।

ঝিনাইদহ সদর থানা ওসি শামসুল আরেফীন জানান, মরদেহ উদ্ধার করে

ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

গাংনীতে শয়নকক্ষ থেকে নারীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

গাংনী উপজেলার তেরাইল গ্রামে নিজ শয়নকক্ষ থেকে তাজমিরা খাতুন
(২০) নামের এক নারীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে স্থানীয়রা।

ঘটনাটি ঘটেছে আজ বুধবার মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার বামন্দী ইউনিয়নের তেরাইল পশ্চিমপাড়ার আবু হুরায়রার বাড়িতে। নিহত তাজমিরা খাতুন আবু হুরায়রার মেয়ে।

স্থানীয় ও পরিবার সূত্রে জানা গেছে, তাজমিরা খাতুন বেশ কয়েক বছর ধরে মানসিক বিষণ্নতায় ভুগছিলেন। এ কারণে তার দাম্পত্য জীবনেও ভাঙন দেখা দেয় এবং স্বামীর সঙ্গে তার বিচ্ছেদ ঘটে।

প্রতিদিনের মতো গতকাল রাতে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া শেষে তিনি নিজ শোবার ঘরে ঘুমাতে যান।

পরদিন সকাল সাড়ে ৮টা পর্যন্ত ঘুম থেকে না ওঠায় পরিবারের সদস্যরা তাকে ডাকাডাকি করেন। কিন্তু ঘরের দরজা না খোলায় স্থানীয়দের সহায়তায় দরজা ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করা হয়। এ সময় ঘরের আড়ার সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় তাজমিরাকে দেখতে পেয়ে তাকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

বামন্দী পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ উপপরিদর্শক (এসআই) শ্যামা পদ বলেন, তেরাইল পশ্চিমপাড়ায় তাজমিরা খাতুন নামের এক নারী ঘরের আড়ার সঙ্গে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন এমন খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে এবং বিষয়টি তদন্তাধীন রয়েছে।

চুয়াডাঙ্গায় নারীকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ: মূল পরিকল্পনাকারী নারীসহ গ্রেপ্তার ৬

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলায় এক নারীকে কৌশলে ডেকে নিয়ে দেশীয় অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে মূল পরিকল্পনাকারী এক নারীসহ মোট ছয়জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

গত ২৫ মার্চ রাত ১০টার দিকে আলমডাঙ্গা উপজেলার খাদিমপুর বেলেদারী ফাঁকা মাঠে সেচপাম্পের পশ্চিম পাশে জনৈক খসরুর আমবাগানে নিয়ে জোরপূর্বক পাশবিক নির্যাতনের ঘটনা ঘটে। আজ শনিবার (২৮ মার্চ) বিকাল ৪টায় পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান পুলিশ সুপার মোহাম্মদ রুহুল কবীর খান।

আসামিরা হলেন—সদর উপজেলার সাতগাড়ী গ্রামের ফয়সালের স্ত্রী কবিতা (৩০), আলমডাঙ্গা উপজেলার মিজান (৩৪), পিতা নজরুল (খাদিমপুর), সামাদ আলী (২৫), পিতা আছির উদ্দিন (খাদিমপুর), আদম আলী (৩৪), পিতা এনামুল হক (খাদিমপুর), শাহজাহান (৪৫), পিতা মৃত তাহাজ্জেল বিশ্বাস (খাদিমপুর) এবং আব্দুস সালাম (২৬), পিতা দুলাল (শিয়ালমারি)।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, সদর থানার সাতগাড়ী এলাকার বাসিন্দা ওই নারীর সঙ্গে কৌশলে সুসম্পর্ক গড়ে তোলেন একই এলাকার ফয়সালের স্ত্রী কবিতা। পূর্ব পরিচয়ের সূত্র ধরে গত ২৫ মার্চ কবিতাই ভিকটিমকে ফুঁসলিয়ে ইজিবাইকে করে চুয়াডাঙ্গা বড়বাজারে নিয়ে আসেন। সেখানে আগে থেকেই অবস্থান করছিল কবিতার খালাতো ভাই আব্দুস সালাম। সালাম আরেকটি ইজিবাইক নিয়ে এলে কবিতা ভিকটিমকে ঘুরতে যাওয়ার কথা বলে চুয়াডাঙ্গা-আলমডাঙ্গা সড়কের দিকে রওনা দেন।

পরে তারা আলমডাঙ্গা থানার খাদিমপুর গ্রামের বেলেদারী ফাঁকা মাঠের কাছে পৌঁছে ইজিবাইক চালককে ভাড়া দিয়ে বিদায় করে দেন। এরপর আসামিরা পরস্পরের যোগসাজশে দেশীয় অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে

ভিকটিমকে পাশের খসরুর আমবাগানে নিয়ে যায়। সেখানে আব্দুস সালাম, শাহজাহান ও সামাদ আলীর সহযোগিতায় আদম আলী ও মিজান ওই নারীকে পালাক্রমে ধর্ষণ করে। এ সময় ঘটনাটি কাউকে না জানানোর জন্য ভিকটিমকে বিভিন্নভাবে ভয়ভীতি ও হুমকি দেওয়া হয়।

পরে ওই রাতেই কবিতা ও ভিকটিমকে ইজিবাইকে করে পুনরায় চুয়াডাঙ্গা বড়বাজারে নামিয়ে দেয় আসামিরা। বাড়ি ফেরার পর অসুস্থ হয়ে পড়া ওই নারী তার স্বামীর কাছে পুরো ঘটনা খুলে বলেন। এরপর তিনি নিজেই বাদী হয়ে আলমডাঙ্গা থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে একটি মামলা করেন।

মামলার পরপরই চুয়াডাঙ্গার পুলিশ সুপার মোহাম্মদ রুহুল কবীর খান তাৎক্ষণিকভাবে জড়িত সব আসামিকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেন। পরে ২৮ মার্চ ভোর ৪টার দিকে আসামিদের নিজ নিজ বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।

পুলিশ সুপার মোহাম্মদ রুহুল কবীর খান বলেন, “ঘটনাটি অত্যন্ত ন্যক্কারজনক। ভিকটিম অভিযোগ দায়ের করার পরপরই আমরা বিষয়টি সর্বোচ্চ গুরুত্বের সঙ্গে আমলে নেই। আমাদের দ্রুত ও নিরবচ্ছিন্ন অভিযানের ফলে মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে মূল পরিকল্পনাকারীসহ জড়িত ছয় আসামির সবাইকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়েছে। অপরাধীদের দ্রুত বিচারের মুখোমুখি করতে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। এ ধরনের অপরাধ দমনে চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের জিরো টলারেন্স নীতি অব্যাহত থাকবে।”

মেহেরপুরে জাতীয় নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ জেলা কমিটির দ্বিমাসিক সভা

জাতীয় নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ ফোরাম মেহেরপুর জেলা কমিটির দ্বিমাসিক সমন্বয় সভা মঙ্গলবার বিকাল তিনটার দিকে মউকের হলরুমে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা কমিটির সভাপতি আব্দুর রহিম। স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলা কমিটির সদস্য সচিব ও মউক-এর নির্বাহী প্রধান আশাদুজ্জামান সেলিম।

প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রম তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ প্রকল্পের প্রোগ্রাম ম্যানেজার ফাহিমা খাতুন। এছাড়াও বক্তব্য দেন কমিটির সহ-সভাপতি পলি খাতুন, সহ-সভাপতি আমিরুল ইসলাম অল্ডাম এবং কোষাধ্যক্ষ আব্দুর রশিদ।

সভায় মেহেরপুর জেলায় নারী ও শিশু নির্যাতনের বিভিন্ন তথ্য উপস্থাপন করা হয়। পাশাপাশি আইনগত দিক, প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা এবং করণীয় বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

সভা শেষে কমিটির সদস্যরা নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে সমন্বিতভাবে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।